ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০১/১২/২০১৭ ।।

বিশ্ব এইডস দিবস : সবাইকে সচেতন করতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

আগরতলা, ০১ ডিসেম্বর।। এইডস রোগ বিষয়ে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী আজ আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উমাকান্ত স্কুলের সামনের মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পতাকা নেড়ে র‍্যালীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং অতিথিগণ ও র‍্যালীতে অংশ নেন।

এইডস রোগের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। আজ উমাকান্ত স্কুলের সামনের মাঠে আয়োজিত র‍্যালীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে এইডস রোগের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সম্মিলিত প্রয়াস দিবস। এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে রাজ্যেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করছে। আজ এই র‍্যালীতে যারা অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের অভিনন্দন জানান। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এইডস রোগ বিষয়ে সচেতন করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, এই রোগটির বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারলে রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর কাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, এই রোগটি আমরাই ডেকে আনি। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে পারলেই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভর হবে। বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা: আশোক রায়। আজ এই র‍্যালীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এন এস এস, বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন।

পঞ্চবটীতে বায়াপচারি (মৈত্রী) সাংস্কৃতিক ভবনের উদ্বোধন

মোহনপুর, ০১ ডিসেম্বর।। মোহনপুর মহকুমার বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চবটীতে গতকাল নব নির্মিত বায়াপচারি (মৈত্রী) সাংস্কৃতিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানিক দে ফিতা কেটে ও ফলক উন্মোচন করে এই সাংস্কৃতিক ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। ৫০০ আসন বিশিষ্ট এই সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণে এম. পি. লেড. ও বি. এ. ডি. পি.-তে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই ভবন নির্মাণের দায়িত্বে ছিল।

উদ্বোধকের ভাষণে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানিক দে বলেন, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিগুলিকে পুনরুদ্ধারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সেই লক্ষ্যে সম্প্রতি লোকগীতি শিল্পীদের জন্য ভাতা চালু করেছে। মন্ত্রী শ্রী দে বলেন, নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, স্বামী বিবেকানন্দের মননশীল চিন্তা ভাবনায় ছেলে-মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমস্ত অভিভাবকদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে আমাদের মনটাকে সুস্থ, রুচিসম্পন্ন এবং নিজেদেরকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। প্রতিটি বাড়িতে আজ পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। সাক্ষরতার দিক দিয়ে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে। উচ্চ শিক্ষায়ও রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা ভাল স্থান করে নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, এই সাংস্কৃতিক ভবন গড়ে উঠায় জাতি উপজাতি অংশের মানুষ সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের চিন্তাটাকে মানুষমুখি, মানুষের জন্য ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে তুলে এই ধরণের গান, নাটক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক প্রণব দেববর্মা বলেন, মানুষের জীবন জীবিকার মান বেড়েছে, চাহিদার সাথে সাযুজ্য রেখে রাজ্য সরকার বিভিন্ন এলাকাতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই ধরণের হল নির্মাণ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা। সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান গীতা দেব।

জম্পুইজলা তামাক ব্যবহারের অপকারিতা বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জম্পুইজলা, ০১ ডিসেম্বর।। টাকারজলা কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সম্প্রতি জম্পুইজলা ব্লকের ৮টি স্থানে তামাক ব্যবহারের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী অমরেন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জম্পুইজলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাথালিয়াঘাট, লাটিয়াছড়া, রামদল মডেল, টেলরবন, উজান ঘনিয়ামারা এবং উজান গোলাঘাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে তামাক ব্যবহারের অপকারিতার উপর সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টাকারজলা কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডা: ধীমান শর্মা সহ অন্যান্যরা আলোচনায় অংশ নেন।

চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতি ও বি এ সি-র যৌথ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

বিশালগড়, ০১ ডিসেম্বর।। চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতি ও বি এ সি-র যৌথ সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দিলীপ রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তিনি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় চড়িলাম ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকার রাস্তাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সমস্ত গ্রামীণ রাস্তাগুলি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি থেকে সংস্কার করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। পাশাপাশি পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সমস্ত রাস্তাগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেন। মন্ত্রী শ্রীসাহা বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি সংস্কারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ভাতা, এম জি এন রেগা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে রূপায়িত কাজগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি জনগণের পাশে দাঁড়ানো। সেক্ষেত্রে সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণের কথা ভেবে সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে ওঠে কাজ করছে। সামাজিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ভাতা পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। শুধু ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, এম জি এন রেগার বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার কমিয়ে দিলেও রাজ্য সরকার শ্রম দিবস সৃষ্টিতে দুঃস্থ মানুষ যেন বঞ্চিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে চলেছে। তিনি কৃষি ও মৎস্য চাষ সম্পর্কে বলেন, রাজ্য সরকার বছরে ১ লক্ষ কৃষককে কে সি সি প্রদানে গুরুত্ব দিয়েছে। এতে কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে। পাশাপাশি তিনি মাছ চাষেও গুরুত্ব দেন।

সভায় ব্লকের বি ডি ও শান্তনু বিকাশ দাস জানান, ব্লক এলাকায় ৪৪টি বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন পঞ্চায়েতে জলসেচের সুবিধার্থে ৩৩টি পাম্প মেশিন বসানো সহ শূকর ও ছাগল পালনে নানা সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দেওয়া হবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রও। কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৪ জন কৃষককে কৃষি বিকাশ যোজনায় সহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়া কে সি সি-র মাধ্যমে বিভিন্ন সব্জী ও ধান চাষে সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম বি এ সি-র চেয়ারম্যান বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা, এম ডি সি মায়ারাণী দেববর্মা, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুষ্পরাণী সিনহা, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। এছাড়াও অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নতুন গাইড লাইন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ০১ ডিসেম্বর।। গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে গতকাল গোমতী জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমারের সভাপতিত্বে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাজকর্মের নতুন গাইড লাইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভায় জিলা পরিষদের সদস্যগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার, ব্লকের বি ডি ও গণ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকার, কারিগরী বিভাগের কর্মীগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাজকর্মের নতুন গাইড লাইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নতুন গাইড লাইনে বলা হয়েছে- দপ্তরের মাধ্যমে সর্বাধিক আড়াই কোটি টাকা পর্যন্ত কাজ করা যাবে। সমস্ত ধরণের কাজের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল এষ্টিমেট তৈরী করতে হবে পূর্ত দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়াররা ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করতে পারবে। আই ও সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবেন না। পরিবর্তে তিনি তার কর্তৃপক্ষের নিকট শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত রিক্যুজিশন প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী কাজের জন্য শ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজ করার ক্ষেত্রে প্রধান কাঁচামালগুলি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ষ্টোর থেকে সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য যে সব কাঁচামাল প্রয়োজন হবে তা ইমপ্লিমেন্টিং অফিস টেন্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। সভায় আলোচনা হয় ইতিমধ্যে যে সব কাজের ওয়ার্ক অডার ইস্যু করা হয়ে গেছে সেগুলি আগের নির্দেশিকা অনুযায়ী চলবে। আলোচনায় অংশ নেন জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্রকুমার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার স্বপন কুমার দাস প্রমুখ।

পশ্চিম টাকারজলায় রেগায় নানা কাজ

জম্পুইজলা, ০১ ডিসেম্বর।। জম্পুইজলা ব্লকের পশ্চিম টাকারজলা এডিসি ভিলেজ এলাকায় চলতি অর্থ বছরে এম জি এন রেগার প্রাপ্ত অর্থে বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কর্মসূচি অনুযায়ী এখন পর্যন্ত এম জি এন রেগার মাধ্যমে ১৭ হাজার ৪৫৫টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট ভিলেজ এলাকায় ৩টি নতুন পুকুর খনন, ৬টি কাঁচা চ্যানেল সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার ২১৬ টাকা। এছাড়া, গত অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার ৬টি দুঃস্থ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেবার কাজ চলছে। এতে প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কমিটি কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্স-এর শিলান্যাস

তেলিয়ামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গতকাল সমবায় মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া তেলিয়ামুড়া কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্সের শিলান্যাস করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কমপ্লেক্স গড়ে উঠার ফলে আগামী দিনে মহকুমাবাসী ভীষণ ভাবে উপকৃত হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ১৭৯৫টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার। সমিতির সদস্যরা আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। যা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত শুভ। তেলিয়ামুড়া মহকুমার সমবায় সদস্যরাও এই কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্স গড়ে উঠার ফলে আর্থিক ভাবে সচ্ছল হয়ে উঠবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিধায়ক গৌরী দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই কমপ্লেক্স গড়ে উঠার ফলে সংশ্লিষ্ট সকল অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। এই কমপ্লেক্স নির্মাণে বরাদ্দ রয়েছে ১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে, সমবায় দপ্তরের নিয়ামক স্বপন কুমার দাস, দপ্তরের উপনিয়ামক নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

কৈলাসহরে সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্তি

কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর।। পাঁচদিন ব্যাপী মহকুমা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মশালা গত ২৯ নভেম্বর কৈলাসহর টাউন হলে সম্পন্ন হয়েছে। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩০ জন শিল্পী সংগীত, নাটক এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলার ঝুনু দেববর্মা, মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সহ বিশিষ্ট জনেরা।

রূপাইছড়ি ভিলেজে আইনী সুরক্ষা ও সহায়তা কেন্দ্র

রূপাইছড়ি, ১ ডিসেম্বর।। সাব্রুম মহকুমা আইন সেবা কমিটির উদ্যোগে রূপাইছড়ি এ ডি সি ভিলেজ কমিটির অফিসে আইনী সুরক্ষা এবং সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ওনু মগ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন আইনজীবী রতন নাথ ও রিপণ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, প্রতি সপ্তাহে রবিবার এবং বুধবার এই কেন্দ্রটি খোলা থাকবে।

বিলোনীয়ার রাধানগরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

বিলোনীয়া, ৩০ নভেম্বর।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ বিলোনীয়া মহকুমার রাধানগরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। এটি রাজ্যের ১০৬তম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুধন দাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা.জে কে দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। মানুষ যাতে ৫-১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে স্বাস্থ্য চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়েই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন এই কর্মসূচীরই অঙ্গ। অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুধন দাস বলেন, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, যোগাযোগ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে মানুষকে পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. জে কে দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রত্না দাস। উল্লেখ্য, এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাকাবাড়ী নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

রাজ্যে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুর্গম শব্দটাই মুছে ফেলা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,৩০ নভেম্বর।। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে অগ্রগতি সম্ভব নয়। তা সড়ক, রেল, বিমান বা টেলি যোগাযোগ যাই হোক না তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজ পুরাতন আগরতলার বলদাখালে চন্দ্রপুর-আগরতলা সড়কে হাওড়া নদীর উপর অনিল সরকার সেতু-র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামু দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা, ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস ও পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সোমেশ দাস প্রমুখ। হাওড়া নদীর উপর এই আর সি সি ব্রীজটি নির্মাণ করেছে পূর্ত দপ্তর। ৭২ মিটার দীর্ঘ ও ১২ মিটার প্রস্থ এই ব্রীজ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫৭৯.০০ লক্ষ টাকা। সময় লেগেছে চার বছর দশ মাস।

সেতুর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, যে কোনও ক্ষেত্রের উন্নয়নে প্রাক ও অন্যতম শর্তই হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দৈর্ঘ্যে বড় না হলেও এই সেতু এই এলাকা সহ রাজ্যের একটা বড় অংশের উন্নয়নে ভূমিকা নেবে। এই সেতুটি বাইপাস ধরে সিপাহীজলা জেলার সাথেও যুক্ত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, দেশ ভাগের পর আমাদের রাজ্য পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে তিনদিকে বেষ্টিত হয়ে পড়ে। সারা দেশের সাথে যোগাযোগ বলতে আসামের মধ্য দিয়ে একমাত্র একটি জাতীয় সড়ক ছিলো। এখন যে জাতীয় সড়ক তা সর্বত্র দু-লেন হয়নি। আমাদের দাবী ছিলো চার লেন করার। কিন্তু তা হচ্ছে না। জাতীয় সড়কের সর্বত্র দু-লেন করার জন্য কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন ৮ হাজারের বেশি জনবসতি রয়েছে। আগে এতো জনবসতি ছিলো না। নতুন নতুন জনবসতি গড়ে উঠেছে। রাজ্যের সর্বত্র জেলা, মহকুমা, ব্লক, গ্রাম স্তর পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, দুর্গম এলাকা বলে রাজ্যে কোনও এলাকা থাকবে না। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুর্গম শব্দটাই মুছে ফেলা হচ্ছে। এই কাজটা প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ এলাকা সড়ক যোগাযোগে যুক্ত হয়ে গেছে। সবটা পিচ রাস্তা না হলেও সব ঋতুতে গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত সড়ক রয়েছে। এই কাজ চলতে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সড়কের উপর না হলে ব্রীজ নির্মাণে ভারত সরকার টাকা দিচ্ছে না। তাই বলে ত্রিপুরা সরকার হাত গুটিয়ে বসে নেই। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। রাজ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে পানীয় জল, সেচ, বিদ্যুৎ পরিষেবা গ্রামে নিয়ে যাওয়াও যাবে না। গ্রামের উন্নতি না হলে, গ্রামীণ মানুষের আর্থ সামাজিক বিকাশ না ঘটলে সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সরকার গ্রামীণ পরিকাঠামো তহবিল (আর আই এফ) থেকে ঋণ নিয়ে রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে গ্রামের বিকাশ ঘটেছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে যে সাফল্য এসেছে তা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে যে ৮ হাজারের উপর গ্রাম রয়েছে তার ৯০ ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ চলে গেছে। যে ১০ ভাগ জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছুয়নি তা বনাঞ্চল। গাছ কাটা যাচ্ছে না বলে সে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। সেখানে মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেচ ব্যবস্থাতে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। রাজ্যে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ হলো ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর। এক সময় সেচযোগ্য জমির মাত্র ১৩ ভাগ ছিলো সেচের আওতায়। এখন রাজ্যে সেচযোগ্য জমির পুরোটাই নিশ্চিত সেচের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি জমি ফেলে রাখলে চলবে না। ব্যয় বেশি হলেও মোট ২ লক্ষ ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির ৬০ ভাগ জমি নিশ্চিত সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মোট কৃষি জমির ৫০ ভাগ সেচের আওতায় এসেছে যেখানে সারা দেশে মোট কৃষি জমির ৪২-৪৩ শতাংশ সেচের আওতায় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, অনেক আন্দোলনের ফলে রাজ্যে রেল এসেছে আগরতলা পর্যন্ত। তা সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। রাজ্যে রেলের জন্য যে আন্দোলন হয়েছে তা এক ইতিহাস। এক সময় সাব্রুমের মানুষ বিশ্বাস করতেন না রেল সাব্রুম পর্যন্ত যাবে। আমাদের দাবী-আন্দোলন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। এখন সাব্রুমের মানুষও বিশ্বাস করেন রেল যাবে সাব্রুম পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এন এফ রেলের নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার গতকাল আমার সাথে কথা বলে গেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ২০১৯-এর মার্চ মাসের মধ্যে সাব্রুমে রেল পৌঁছাবে। আমরা বলেছি এই কাজটা ২০১৮-এর জুন-জুলাই মাসে শেষ করার জন্য চেষ্টা করুন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ হচ্ছে। সেখান থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। এই ব্রীজ নির্মাণ হয়ে গেলে সড়ক যোগাযোগে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে রাজ্যের কাছে। পৃথিবীর দরজা খুলে যাবে রাজ্যের সামনে। তিনি বলেন, এই যে উন্নয়ন হচ্ছে তা সম্ভব হয়েছে রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতি রয়েছে বলেই। সন্ত্রাসবাদী দৌরাত্মে এক সময় কি পরিস্থিতি হয়েছিলো রাজ্যের। এ রাজ্যের মানুষ তা ভুলে যাননি। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষের সহযোগিতায় ক্রমাগত লড়াইয়ের ফলে তাদের কোণঠাসা করা গেছে। রাজ্যে শান্তি এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থিতির এই পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। ধর্মে-বর্ণে, জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সবাইকে সতর্ক থেকে এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের অবস্থা এখন ভালো নয়। পণ্য সামগ্রীর দাম বাড়ছে। কৃষক আত্মহত্যা করছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। এসব সমস্যার সমাধান না করে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিত্তশালীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। কে কি খাবে, কি পোশাক পরবে, কি লিখবেন তা ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই তা করা হচ্ছে। সারা দেশেই অস্থিরতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। দেশকে ধর্মীয় রাষ্ট্র করার চেষ্টা হচ্ছে। ত্রিপুরাতেও উন্নয়নকে ব্যাহত করতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্ত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যে অগ্রগতি হয়েছে রাজ্যের জাতি-উপজাতি মানুষের শান্তিপূর্ণ মেলবন্ধনে তা সম্ভব হয়েছে। এটা আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর বলেন, আগরতলা-পুরাতন আগরতলার মধ্যে সংযোগকারী সেতু এটি। রাজন্য আমলে এখানে একটি প্রশস্ত সড়ক ছিলো। বলদাখালের এই জায়গায় ছিলো খেয়াঘাট। ১৯৯৭ সালে পশ্চিম চাম্পামুড়ার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে এখানে কাঠের সেতু নির্মাণ হয়েছিলো। আজ স্থায়ী সেতু গড়ে ওঠায় চন্দ্রপুর, পুরাতন আগরতলা, পুরাতন চাম্পামুড়া, মধ্য চাম্পামুড়া, পশ্চিম চাম্পামুড়া, আড়ালিয়া সহ সদর ও জিরানীয়া মহকুমা, জম্পুইজলা ব্লক এবং সিপাহীজলা জেলার সাথে জাতীয় সড়কে যোগাযোগ প্রশস্ত হলো। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্হা বলেন, শান্তি-সম্প্রীতিই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। উন্নয়নের কোনও সীমা হয় না। তিনি রাজ্যের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিধায়ক রামু দাস বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে সরকার সীমিত সামর্থ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এই কাজে সকলের সহযোগিতা চান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস। স্বাগত ভাষণে পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার জানান, রাজ্যে এখন কাঠের সেতু রয়েছে মাত্র ২টি। একটি অমরপুরের মৈলাকে। অন্যটি সিধাই মোহনপুরে। এই দুটি কাঠের সেতুকে ব্রেইলি ব্রীজে পরিবর্তন করা হবে খুব শীঘ্রই। তিনি জানান, আর আই এফ থেকে ঋণ নিয়ে রাজ্যে ৫৮৮টি ব্রীজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ৪৯০টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেলাঘরে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন

সোনামুড়া, ৩০ নভেম্বর।। এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গতকাল মেলাঘরে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের নবনির্মিত অফিস ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া এই অফিস ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে মেলাঘর চন্ডিগড়স্থিত কাজল মার্কেট প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী শ্রী জমাতিয়া বলেন, জম্পুইজলা মহকুমা বাদে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতেই ইতিমধ্যে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই জম্পুইজলা, বক্সনগর, কিল্লা সদরের শানখলা এবং খুমলুঙ এ নতুন অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অগ্নিনির্বাপন ছাড়াও এই দপ্তরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনাজনিত বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। রাজ্যের এই উন্নয়নকে বিঘ্নিত করতে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোক রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। তাকে প্রতিহত করতে তিনি সকলের প্রতি আবেদন জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, দেশের আর্থিক অবস্থা ও সম্প্রীতির উপর প্রতিনিয়ত আঘাত আসছে। মানুষকে সচেতনভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের সচিব টি. কে. চাকমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবনাথ, মেলাঘর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন জাকির হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য, অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের নতুন এই ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

আগরতলায় পাসপোর্ট মেলা ৯ এবং ১৬ ডিসেম্বর

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। আগামী ৯ ডিসেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ আগরতলা পাসপোর্ট সেবা লঘু কেন্দ্রে পাসপোর্ট মেলার আয়োজন করা হয়েছে। পাসপোর্ট সেবা লঘু কেন্দ্রের ঠিকানা হলো ফার্স্ট ফ্লোর, জেকশন গেট বিল্ডিং, লেলিন সরণি, আগরতলা, ৭৯৯০০১ ।

আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য দু-দিনের পাসপোর্ট মেলায় ১২৫ জনের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য- www.passportindia.gov.in এই ওয়েবসাইট দেখার জন্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।